সংখ্যা ৪৩২৫

সঙ্গীত-সুধা।

৪৩২৫
কলিকাতা।

শ্রীশ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী-

বিরচিত।

কিরণচাঁদ দরবেশ গ্রন্থিত।

মূল্য দুই আনা।

প্রকাশক
শ্রীনলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৩ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১৩২২।

CALCUTTA:
PRINTED BY ABINASH CHANDRA MANDAL
"SIDDHESWAR MACHINE PRESS"
13, Shibnarayan Das's Lane.

BENGAL LIBRARY
WRITERS BUILDINGS

নিবেদন।

মদীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-জী বিরচিত সঙ্গীতাবলী একত্রে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল। এক সময়ে এই সঙ্গীতগুলি ব্রাহ্ম-সমাজে ও বাঙ্গালাদেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ইহা গানে ও শ্রবণে কত পাপীর পাপমোচন, কত তাপীর তাপনিবারণ ও কত ভক্তের আনন্দাশ্রু-পতন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতর দিয়া জীবনের পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হইয়াছেন, গোস্বামী-জী বিরচিত সঙ্গীতাবলীর নিকট তাঁহারা অল্পাধিক পবিমাণে প্রায় সকলেই ঋণী। এই সহজ ও সরল ভাষায় রচিত গানগুলির মধুরতা ও মাদকতা অতুলনীয়।

ভাষার পারিপাট্য ও ভাবের গাম্ভীর্য্যের মধ্যেই সম্যক্‌প্রকারে সঙ্গীতের প্রাণ নিহিত নহে। নিতান্ত সাধারণ ভাষায় রচিত এমন অনেক সঙ্গীত আছে, যাগ শ্রবণমাত্র হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে কী এক সাড়া পড়িয়া যায়, এবং প্রাণের মধ্যে তুমুল তরঙ্গ উত্থিত হয়। অথচ অনেক সঙ্গীতের ভাষার বাঁধুনি ও ভাবের কাঁদুনি আমাদের প্রাণকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। সঙ্গীত মন্ত্রবিশেষ; ইহা ভগবৎ-ভজনের এক প্রধান অঙ্গ। তাই একান্ত প্রাণের কথা সহজ ও সরল ভাষায় যে সমস্ত সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়াছে, তাহাই আমাদের নিকটে অধিক মধুর লাগে।

গোস্বামী-জী-বিরচিত সঙ্গীতাবলী ব্রাহ্ম-সমাজের এক বিশেষ সম্পত্তি। ব্রাহ্ম-সমাজে সর্ব্বপ্রথম তিনিই সঙ্কীর্ত্তন রচনা করিয়া, খোল-করতাল সহযোগে কীর্ত্তনগানের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মধুরকণ্ঠ গায়কও তৎকালে ব্রাহ্ম-সমাজে আর কেহ ছিল বলিয়া শুনা যায় না।

এই গানগুলি সংগ্রহ করিতে আমি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্ম-সঙ্গীত' পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি ; এজন্য সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট একান্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বারাণসী
১ চৈত্র,
১৩২১।

বিনীত
কিরণচাঁদ দরবেশ।

সূচিপত্র।

—:✻:—

অখিল তারণ ব'লে	...	...	...	১৯
অমৃত সাগর বিনা	...	...	...	৮
আমার এই বাসনা	...		...	১৬
এই দেহের এত অহঙ্কার	...	...	...	৮
একবার ডাক্ দেখি মন	...	...	...	১৯
এতদিনে পোহাইল	...	...	...	৭
এমন দয়াল নাম	...	.	...	২০
ও দিন গেল দয়াল	...	...	...	২১
ওহে জগদীশ	...	...	...	১৪
চিরদিন জ্বলিবে কি	..	...	...	১২
চেয়ে দেখ নাথ	...	...	...	১২
তিনি পরমাত্মা	...	...	...	১৬
তুমি নাথ সর্ব্বস্ব	...	...	...	১৬
দয়ার সাগর পিতা	...		...	১৫
দয়াল নামের যদি	...	...	...	২১
দীননাথ, আমরা দীনের বেশে	...	...	...	১০
দীনবন্ধু, এই দীনের প্রতি	...	...	...	১০
নির্ম্মল হইবে যদি	...	...	...	২০

পতিত-পাবন ভকত-জীবন	১৮
পাপে মলিন মোরা	১৭
পাপের যাতনা আর	১৩
পিতা গো দেখা দাও	১১
প্রভু দয়াল	৪
প্রাণ কাঁদে মোর	১৭
প্রেম বিনা হৃদয় শুকালো	৯
বাসনা ক'রেছি মনে	১১
বৃন্দা-বিপিনে মঙ্গল-আরতি	২৩
মলিন পঙ্কিল মনে	১৩
সকল শূন্যময় হেরি	৯
সদা দয়াল দয়াল	২২
হরে মুরারে	২৩
হৃদয় পরশমণি . .	২৪
হৃদয়ে থাক হে নাথ	১৫

শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

সংখ্যা ৪৩২৫
কলিকাতা

সঙ্গীত-সুধা।

১

ললিত—আড়া।

এতদিনে পোহাইল ভারতের দুখ-রজনী ;
প্রকাশিল শুভক্ষণে নববেশে দিনমণি।
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্বজনে জরজর,
পাঠালেন স্বর্গ-রাজ্য মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর-পরাক্রমে ;
ঊর্দ্ধদিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি,
জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি।

২

বেহাগ—আড়া।

অমৃত সাগর বিনা শান্তি কোথা আছে আর ?
ভুলে’ সে অমৃতে যেই, বিষয়-বিষের কুণ্ডে,
করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রম বুদ্ধি তার।
ওরে সন্তাপিত জীব, বৃথা কেন ভ্রমিতেছ,
কাঁদিতেছ ভবারণ্যে, হ’য়ে শান্তিহারা ;
অমৃত সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শান্তি,
সকলের তরে আছে মুক্ত তাঁর দ্বার।

৩

বেহাগ—আড়া।

এই দেহের এত অহঙ্কার ;
অবশ্য মরিতে হবে কিছু দিনান্তর।
হ’লে দেহ প্রাণ-হীন, কোথা রবে অভিমান,
ভূমিতে পড়িয়ে রবে হয়ে শবাকার ;
পিতা মাতা বন্ধুগণ, সম্মুখে করি’ রোদন,
গাইবে তোমার গুণ করি হাহাকার।
এখন’ প্রবোধ মান, ত্যজ কুপথ-গমন,
কুৎসিত ভাবে দর্শন নরনারীচয় ;
সর্ব্বলোক অপমান, অনাথ-অর্থ-হরণ,
পরনিন্দা পরপীড়া কর পরিহার।

৪

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

সকল শূন্যময় হেরি না হেরিয়ে বিভু নয়নে।
আমার হৃদয় শুকায়ে গেল হে,—এ—।
শুনেছি সাধু-সদনে, চায় যে তাঁরে,
তাঁহারে দেখিতে পায় নিজ অন্তরে ;
আমি ডাকিতে পারি না মোহে, পাইব কেমনে।
প'ড়েছি অগাধ কূপে, না দেখি উপায়,
বিনা সেই করুণা-সিন্ধু প্রভু দয়াময় ;
তাঁর নামের গুণে পাপী তরে, শুনেছি শ্রবণে।

৫

বাউলের সুর—একতালা।

প্রেম বিনা হৃদয় শুকাল' ;
আর সইতে নারি, কাতর প্রাণ, পাপেতে মন ডুবিল।
এখন যেদিকে হেরি হে দয়াময়,
দেখি প্রেমহীন শুষ্কভাব মলিন হৃদয়,
কোথাও নাইক' সুখ, মনের দুখে ভ্রমিতেছি হ'য়ে ব্যাকুল।
তুমি ত নাথ প্রেমেরই সাগর,
এসেছি তোমার দ্বারে হইয়ে কাতর,
পূরাও পূরাও আশা, প্রেমদানে তাপিত প্রাণ কর শীতল।

৬

আলাইয়া—একতালা।

দীননাথ, আমরা দীনের বেশে
এসেছি হে তোমারই দ্বারে ;
শুনে তোমার দয়ার কথা,
এসেছি বড় আশা ক'রে।
প'ড়ে মোহ-অহঙ্কারে, দেখিতে না পাই তোমারে,
কোথা প্রভু দয়া ক'রে
দেখা দাও দীনের হৃদি-কুটীরে।
কারেও না দেখি সংসারে, পতিতে উদ্ধার করে,
পাপ-হৃদয় কেমন করে,
ওহে পতিত-পাবন, একবার চাও হে ফিরে।

৭

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

দীনবন্ধু, এই দীনের প্রতি হও সদয় হে ;
আমার আর কেহ নাই তোমা বিনা, এ জগৎ-মাঝারে।
আমি লইয়াছি শরণ, ওহে দীন-শরণ,
কৃপাময় কৃপা করি' কর মোরে ত্রাণ,
আমি অতি দুর্ব্বল, (দীননাথ) নাই কোন সম্বল,
তুমি হীনবলের বল, তাই ডাকি তোমারে।

৮

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

বাসনা ক'রেছি মনে দেখিব তোমায় ;
তোমার করুণা বিনা না দেখি উপায় হে।
পাপে মলিন আমি দিবস যামিনী,
দয়া ক'রে ত্রাণ কর দেখি দীনহীন হে।
দয়াময় নাম তোমার শুনিয়া শ্রবণে,
ল'য়েছি শরণ পিতা, দাও দরশন হে।

৯

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

পিতা গো দেখা দাও,
আমায় দেখা দিয়ে প্রাণে বাঁচাও।
আমি তোমারই নাথ, তোমারই চিরদিন,
তোমার দীনহীন অধম তনয়।
আমি একাকী অরণ্য-মাঝে,
আমার ভয়ে অঙ্গ অবশ হ'ল,
ওহে কোথায় রইলে হৃদয়ের ধন,
কোথা রইলে প্রাণ-সখা, দেখা দাও।
আমি আর যাব না, পিতা তোমায় ছেড়ে,
আমায় ক্ষম এবার দয়া ক'রে।

১০

মুলতান—একতালা।

চিরদিন জ্বলিবে কি হৃদয়-অনল প্রভো,
কই, বিষয়-বাসনা পাপের বেদনা, এখন'ত ঘুচিল না।
দাও দরশন জুড়াই হে নয়ন,
নাহি প্রয়োজন অন্য কোন ধন,
প্রভো, তোমার চরণ অমূল্য-রতন, আমি শুনেছি হে;
দুখানলে দগ্ধ হ'ল হে জীবন,
ওহে দীননাথ, লইলাম শরণ,
দরিদ্রের দুঃখ কর হে মোচন, দরিদ্রের দুখ-হারী হে।

১১

ললিত—একতালা।

চেয়ে দেখ নাথ, একবার এ অধম সন্তানে;
পাপে তাপে জর জর, ত্রাণ কর ছায়াদানে।
তোমা বিনা বল আর,
কে করিবে নিস্তার,
কে তারে কাতরে, ওহে কাতর-শরণ;
দয়া-গুণে ক্ষমা কর এ শরণাগত জনে।

১২

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ,
হৃদয় দহিছে সদা জ্বলন্ত অনলে হে।
মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ-পথ পরিহরি,
কেমন এ প্রবল অরি, ছাড়ে না আমায় হে ;
কোথা হে দীন-শরণ, কর কর কর ত্রাণ,
দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা ঘুচাও হে।

১৩

মূলতান—আড়া।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় ;
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল ক'রে কেশে ধ'রে, দাও চরণে আশ্রয়।

১৪

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—ঝাঁপতাল।

প্রভু দয়াল, সাধুমুখে আমি শুনেছি;
অকূল-পাথারে প'ড়ে ডাক্‌তেছি।
আমায় দিয়ে চরণ-তরী, উঠাও হে কেশে ধরি,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে র'য়েছি।
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভো, মনে জেনেছি;
তুমি করিয়ে অধম-তারণ, নাম ধর পতিত-পাবন,
তা'ত অধম-জনা হ'তে জেনেছি।
করিতে পাপী উদ্ধার, হ'য়েছ প্রকাশ এবার,
মোর সমান পাপী প্রভো, কোথা পাবে আর;
প্রভো, যে তোমার শরণ লয়, তার দশা কি এমন হয়,
আমি পাপার্ণবেতে ডুবে র'য়েছি।

——

১৫

কীর্ত্তন ভাঙ্গা— একতালা।

ওহে জগদীশ,
আমার আর কেহ নাই, তোমা বিনা এ সংসারে।
আমার কেবল পাপে মতি, নাহি অন্য মতি,
(ওহে) কি হইবে গতি, বল হে আমারে।

আমি দেখিতেছি সব, এই যে বৈভব,
এ সকল নয় নাথ আমারি কারণ ;
আমি তোমারি কারণে ;—দয়াময়—
এ সংসার অরণ্যে,
(ওহে) আসিয়াছি, তোমায় পাইবার তরে।

১৬

জয়জয়ন্তি—আড়া

দয়ার সাগর পিতা করুণা-নিধান ;
ভু'ল না তাঁহারে মন, ভু'ল না কখন।
রোগ শোক পাপ দুখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে,
ছাড়িয়ে দুর্ব্বল-সুতে নাহি করেন গমন।
হৃদয়-কপাট খুলি', ডাক তাঁরে পিতা বলি',
দাও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন।

১৭

ঝিঁঝিট—আড়া।

হৃদয়ে থাক হে নাথ, নয়ন ভরিয়ে দেখি ;
জুড়াব তাপিত প্রাণ, তোমারে হৃদয়ে রাখি।
পাপে তাপে মলিন, হ'য়ে আছি চিরদিন,
যাতনা সহে না আর, তার' হে দাসে নিরখি।

১৮

সিন্ধু—মধ্যমান।

আমার এই বাসনা কর হে পূরণ;
ওহে অনাথ-নাথ অধম-তারণ।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, (যেন) সে দিকে তোমারে দেখি,
হৃদয়-মন্দিরে সদা দাও দরশন।
না চাহি বিষয়-সুখ, চাহি তব প্রেম-মুখ,
তা'হলে যাইবে দুখ, আনন্দে হ'ব মগন।

১৯

ইমনকল্যাণ—চৌতাল।

তুমি নাথ সর্ব্বস্ব আমার;
তোমা বিহনে ভবে কেবা আছে আর।
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞান-দাতা,
তুমি হে অধম-ত্রাতা জীবন-আধার।

২০

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

তিনি পরমাত্মা পরম ধন,
পর-ব্রহ্মে ভুলনা রে মন।
—তিনি জীবের জীবন—
—তিনি পতিত-পাবন—

ব্রহ্মনামটী বল রে রসনা, কথা শোন্ রে মন ;
এই বেলা দিন ত ব'য়ে যায় ;—
ঐ স্থাখ্ শিয়রে বসিয়ে শমন, ক'র্‌ছে বন্ধনেরই আয়োজন।

২১

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা। *

পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই ;
পিতার চরণে ধরি' কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা ভকত-বৎসল ;
উদ্ধারেন পাপী-জনে দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি সংসার-পাথারে ;
পতিত দেখিয়া দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কর'না আর ভুলিয়ে মায়ায় ;
ত্বরিতে লই গে' চল তাঁর পদাশ্রয় রে।

২২

বাউলের স্থর—ঝুলন।

প্রাণ কাঁদে মোর বিভু বলে'
কোথা তাঁরে পাই।

---

* এই গানটী ব্রাহ্ম-সমাজের সর্ব্বপ্রথম সঙ্কীর্ত্তন।

পাপ-মন কি সে ধন পাবে, পাপ-তাপ দূরে যাবে,
জয় জগদীশ বলে' ডাকব উভরায়।
আমি পাপী দীন-হীন, কেমনে পাব সে ধন, রে—
কবে প্রেমধামে যাব, আনন্দিত হব,
পিতাকে দেখিব নয়ন ভরিয়ে।
—পিতা দয়াময় হে—
—সে দিন আমার কবে হবে—
—দুঃখের দিন যাইবে—
একে ত দয়াল পিতা, তাহে পাপিগণ-ত্রাতা, — রে—
কত মহাপাপিজন উদ্ধার হইল ;
তাই ভেবে ডাকিতেছি কোথায় দয়াময়।

২৩

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

পতিত-পাবন ভকত-জীবন,
অখিল-তারণ বল্ রে সবাই।
বল্ রে বল্ রে বল্ রে সবাই।
যাঁরে ডাক্‌লে পাপী তরে' যায় রে,
বল্ রে সবাই।
ওরে এমন নাম আর পাবি না রে,
বল্ রে সবাই।

২৪

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

অখিল-তারণ বলে' একবার ডাক তাঁরে।
একবার ডাক তাঁরে ভক্তসঙ্গে, ভাসি সবে প্রেম-তরঙ্গে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে'।
—একবার হৃদয় খুলে—
যদি যাবে ভব-সিন্ধু-পারে, ডাক তাঁরে ত্বরা করে',
দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে'।
—একবার মনের সাধে—

২৫

বাউলের সুর—একতালা।

একবার ডাক্ দেখি মন, ডাকের মতন, দয়াময় বলে';
এখনি পাবি দরশন, ডাকের মত ডাকা হ'লে।
বল আর কতদিন ভবে, পাপের বোঝা মাথায় ব'বে,
অনুতাপে দগ্ধ হবে, জীবন যাবে বিফলে।
তিনি অন্তরের ধন, অন্তরে কর সাধন,
সঁপিয়ে জীবন-মন, তাঁর শ্রীচরণতলে।

২৬

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

এমন দয়াল নাম সুধা-রসে,
আমার মন, কেন না মজিল রে।
সেই দেবতার বাঞ্ছিত-ধনে, না মজিল রে।
ওরে না জানি কোন্ অপরাধে, না মজিল রে।
—গতি কি হবে রে—
এমন জনম বিফলে গেল, না মজিল রে।
—কখন কি হবে রে—

২৭

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

নির্ম্মল হইবে যদি মুখে দয়াল বল রে;
নির্ম্মল হইবে যদি—রসনা রে—
প্রভুর নাম-রসানে মাজ হৃদি রে।
ঐ দয়াল নাম সুধা-সিন্ধু;
ও নাম কর্ণে লও রে এক বিন্দু।
—ওরে রসনা—
ঐ দয়াল নাম সিংহেরি শব্দ;
শুনে' অরিগণ সব হয় স্তব্ধ।
—ওরে রসনা—

২৮

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—ঝাঁপতাল।

দয়াল নামের যদি ক'রেছ ভাই সুধা পান,
তবে থেক না মোহে আর অচেতন।
নামে পাতকী ত'রে যায়, অনন্ত-জীবন পায়,
বল বল হে বদন ভ'রে সর্ব্বক্ষণ।
পাপে তাপে পুড়ে' মরি, দেখ সব নরনারী,
হাহাকার করিতেছে না দেখে উপায়;
তুমি পাইয়ে দয়াল নাম, রবে কি হ'য়ে বাম,
পিতার করুণা বলিতে কি লজ্জা হয়।
এস সব ভাই মিলে, মহানন্দে প্রেমে গ'লে,
দ্বারে দ্বারে গিয়ে করি দয়াল নাম কীর্ত্তন;
পাপ-যন্ত্রণা দূরে যাবে, তাপিত-হৃদয় শীতল হবে,
এ নাম শ্রবণে কীর্ত্তনে হয় পরিত্রাণ।

২৯

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

ও দিন গেল দয়াল বল না, মন-রসনা।
ও মন দয়াল-নাম সাধন হ'লে
শমন-ভয় আর রবে না।

ওরে, শোন্ রসনা সমাচার,
দয়াল নামটী কর সার,
যদি ভবে হবে পার ;
আর, মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে
কুপথ-গামী হ'য়ো না
ওরে, ভাই বন্ধু যত হয়,
কেবল পথের পরিচয়,
ও মন কেহ কারো নয় ;
মিছে, আমার আমার আমার বল,
আমার কে তা' চিন্‌লে না

৩০

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা।

সদা দয়াল দয়াল দয়াল ব'লে
ডাক্ রে রসনা ;
যাঁরে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে রে,
যাবে যম-যন্ত্রণা।
আপন আপন কারে' বা বল,
এসেছিলে ভবের হাটে মিছে দিন গেল ;
ও ভাই, মোহ-মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে রে,
মিছে খেলা আর খেল না।

শমন এসে বাঁধ্‌বে রে যখন,
কোথায় রবে ঘর-দরজা কোথায় রবে ধন ;
তখন, বন্ধুজনায় বিদায় দিবে রে,
সাথের সাথী কেউ হবে না।

——

৩১

ভাঁয়রো—ঠুংরী।

বৃন্দা-বিপিনে মঙ্গল-আরতি,
হের রে নয়ন আনন্দে।
মঙ্গল-আরতি, মঙ্গল-আরতি,
নাচত সখী-বৃন্দে।
কুঞ্জ কুঞ্জ হ'তে ধাওল সবে,
হেরইতে শ্রীগোবিন্দে।

——

৩২

ভাঁয়রো—ঠুংরী।

হরে মুরারে, মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ গাও রে।
শ্রীমধুসূদন, যশোদা-নন্দন,
গোপীজন-বল্লভ দানবারে।
গাও, গোপীজন-বল্লভ প্রাণারামে।

——

৩৩

কীর্ত্তন.ভাঙ্গা—একতালা।

হৃদয়-পরশমণি আমার।
নয়নের ভূষণ আমার বিভু-দরশন,
বদনের ভূষণ আমার নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
—ভূষণ বাকি কি আছে রে,
জগচ্চন্দ্রহার প'রেছি—
হস্তের ভূষণ আমার সে চরণ-সেবন,
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম-শ্রবণ।
—ভূষণ বাকি কি আছে রে,
প্রেম-মণি হার প'রেছি—

—

WRITERS' BUILDINGS
BENGAL LIBRARY
JUL 27 1917

সমাপ্ত।